তুমি কি মনে কর যে নেপোলিয়ন বিদ্রোহের সন্তান ছিলেন?

ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করেন, 'নেপোলিয়ন ছিলেন বিদ্রোহের সন্তান' ('Napoleon was the child of the Revolution')। নেপোলিয়ন অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন না এবং তার সামাজিক কোন প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল না এবং সেজন্য প্রাচীন শাসনব্যবস্থায় তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের ফলে নতুন সামাজিক বিন্যাস, অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের বিলোপ সাধন এবং সকলের জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগদানের ব্যবস্থাই নেপোলিয়নের রাজনৈতিক উত্থান সম্ভবপর করে তোলে। বিপ্লব প্রতিভাবান ব্যক্তিদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেয় এবং নিঃসন্দেহে নেপোলিয়নের প্রতিভা ছিল। সুতরাং 'আমিই বিপ্লব' ("I am the Revolution")- নেপোলিয়নের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

দার্শনিকদের বিপ্লবী মতবাদের দ্বারা তরুণ নেপোলিয়ন গভীরভাবে প্রভাবিত হন । বিপ্লবের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। জ্যাকোবিনদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি ন্যাশনাল কনভেনশনের আমলে তাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। প্রতিভাবানদের উপযুক্ত মর্যাদা দানের নীতির তিনি উগ্র সমর্থক ছিলেন। বিপ্লবের সমস্ত সুফল তিনি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বিশেষত আইনের চোখে সকলের সমতা এবং বংশগত মর্যাদা ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির ওপর কোন গুরুত্ব প্রদান না করে একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের তিনটি মূল আদর্শ ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা (Coquality, fraternity এবং liberty)। নেপোলিয়ন স্বাধীনতা ('liberty')-র আদর্শ সযত্নে পরিহার করেন। কিন্তু অপর দুটি আদর্শ সাম্য (equality) এবং মৈত্রী ('fraternity')-র আদর্শকে তিনি বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়ন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ফ্রান্সের অধিবাসীরা স্বাধীনতা দাবি করেনি। তাঁর মতে, "What the French people wanted is not Liberty"। তাছাড়া তিনি আরও বলেন যে, “অহমিকাই বিদ্রোহের সৃষ্টি করে— স্বাধীনতা ছিল অজুহাত মাত্র”। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নেপোলিয়ন মন্তব্য করেন যে, ফরাসী দেশে সমতার প্রতি আসক্তি স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা অনেক বেশি দৃঢ় ছিল। গণতান্ত্রিক আদর্শের মতো দার্শনিকদের সমর্থিত ন্যায়পরায়ণতার আদর্শের সঙ্গেও সমতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নেপোলিয়নের উদ্ভাবিত এককেন্দ্রীকরণ ও একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী ও সমতার আদর্শের সামঞ্জস্য বিধান করা খুবই সহজ ছিল। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও ছিল এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য। সেজন্য সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করেই নেপোলিয়ন তাঁর অধিকাংশ সংস্কার কার্যকর করার চেষ্টা করেন। এই দিক থেকে বিচার করলে নেপোলিয়নকে বিপ্লবের উত্তরাধিকারী ও বাস্তব রূপকার বলা যায়।